রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১০, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

ডব্লিউটিও অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২২ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/ ০৬ আগস্ট ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

নং ২৬.০০.০০০০.১৩৫.৯৩.০০৫.২১.১৬৫—নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার Rules of Business, 1996 এর rule 4 এর sub-rule (ix) (a)- তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার "ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩" অনুমোদন করেছেন, তা এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো।

০২। "ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩" অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ ইলিয়াস মিয়া
উপসচিব।

মূল্য : টাকা ১৬.০০

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১.১ শিরোনাম, প্রবর্তন ও প্রয়োগ:

১.১.১ এই পলিসি “ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩” নামে অভিহিত হইবে।

১.১.২ ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

১.১.৩ ভিন্নরূপ কিছু উল্লেখ না থাকিলে, এই পলিসি বাংলাদেশে আমদানিযোগ্য এবং বাংলাদেশ হইতে রপ্তানিযোগ্য সকল পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পটভূমি ও প্রেক্ষাপট

২.১ পটভূমি ও প্রেক্ষাপট:

২.১.১ বাঙালি জাতির হাজার বছরের শোষণ বঞ্চনার অবসান ঘটাইয়া একটি সুখী সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনের জন্যই জাতির পিতা ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ দেশের স্বাধীনতার সূর্য ছিনাইয়া আনেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ‘জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি’ ও ‘স্বনির্ভরতা অর্জন’-এর মূলমন্ত্রকে সামনে রাখিয়া জাতির পিতার নেতৃত্বে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বিনির্মাণে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতি ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে লইয়া বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা শুরু হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম দুই দশক আমদানি সংক্রান্ত নিয়মনীতি এবং শুল্ক কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমদানি-বিকল্প শিল্পায়ন নীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আশির দশকের প্রথম দিকে বিশ্ববাজারে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে বাংলাদেশের রপ্তানি সম্ভাবনা সৃষ্টি হইবার শুরুতেই বন্ডেড ওয়্যারহাউস সুবিধা চালুসহ তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামালের শুল্কমুক্ত আমদানি নীতি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে আশির দশকের মাঝামাঝি আমদানি লাইসেন্স পদ্ধতি বাতিল পূর্বক আমদানি নীতি শিথিল করা হয়। নব্বই দশকের শুরুতে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু করিয়া বেসরকারি খাতের উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে রপ্তানি নির্ভর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

২.১.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপের ফলে অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণে বাংলাদেশে গত এক দশক ধরিয়া গড়ে প্রায় ৭ (সাত)[১] শতাংশ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হইয়াছে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন আয়ের দেশ হইতে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হইয়াছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই ধারায় বাংলাদেশ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে স্বল্পোন্নত দেশ হইতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সকল প্রযোজ্য শর্ত পূরণে সক্ষম হইয়াছে এবং ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদন পাইয়াছে। উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করিয়া রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখিতে রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ বর্তমানে বাংলাদেশের জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়।

[১] বাজেট বক্তৃতা, ২০২৩-২৪, Finance Division, Ministry of Finance, https:// mof.gov.bd/ site/ page/9ea7529b-c8ef-49b5-8b8e-87ef72a2b3ec

২.১.৩ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি প্রণীত প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১ (রূপকল্প ২০৪১) এ ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয় ও ২০৪১ সনের মধ্যে উচ্চ-আয়ের দেশের মর্যাদায় আসীন হইবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হইয়াছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০২৫ সালের মধ্যে ৮.৫১% (আট দশমিক একান্ন শতাংশ) হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করিয়া ইতঃমধ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হইতেছে। বিগত দশকসমূহে শুল্কহার পরিবর্তন, পুনর্বিন্যাস ও যৌক্তিকীকরণের ক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় আমদানি, রপ্তানিসহ সকল উন্নয়ন সূচকে অভূতপূর্ব অর্জন পরিলক্ষিত হইয়াছে। তবে রপ্তানি বহুমূখীকরণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ ও বাণিজ্য অংশীদারগণের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজনে একটি সুনির্দিষ্ট ও পরিকল্পিত ট্যারিফ পলিসি প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

২.১.৪ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্থানীয় শিল্পের সুষম বিকাশে ট্যারিফ পলিসির গুরুত্ব অপরিসীম। বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়নে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত ট্যারিফ পলিসির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকারের দপ্তরসমূহের কার্যবণ্টন (Allocation of Business)-এর আওতায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত দায়িত্ব অনুযায়ী ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। টেকসই শিল্প উন্নয়ন, দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণসহ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা ও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিতে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ট্যারিফ কাঠামো পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশ হইতে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসির প্রধান প্রতিপাদ্য। দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার লক্ষ্যকে সামনে লইয়া বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার এই পথে একটি যুগোপযোগী এবং সমন্বিত ট্যারিফ পলিসি বাংলাদেশকে তাহার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশে বিদ্যমান ট্যারিফ ব্যবস্থা

৩.১ বাংলাদেশে বিদ্যমান ট্যারিফ ব্যবস্থা:

৩.১.১ বর্তমানে বাংলাদেশে আমদানি পর্যায়ে আমদানি শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), সম্পূরক শুল্ক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), মূল্য সংযোজন কর, অগ্রিম কর ও অগ্রিম আয়কর আরোপ করা হয়। ইহা ছাড়াও আমদানীকৃত পণ্যের শুল্কায়নের নিমিত্ত বেশ কিছু পণ্যের ট্যারিফ মূল্য বা ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণ করা হইয়া থাকে। এই সকল শুল্ক ও কর Customs Act, 1969, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২, আয় কর আইন, ২০২৩ এর অধীনে আরোপ করা হইয়া থাকে। তবে, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ বিভিন্ন সময়ে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে শুল্ক ও কর রেয়াত প্রদান করিয়া থাকে। রপ্তানি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রপ্তানির উপর করভার লাঘবের উদ্দেশ্যে বন্ডেড ওয়্যারহাউজ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শুল্ক ও করমুক্ত কাঁচামাল আমদানির সুযোগ প্রদানের পাশাপাশি আংশিক রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্ক প্রত্যার্পণ সুবিধাও প্রদান করা হয়। সুনির্দিষ্ট ট্যারিফ পলিসির আওতায় ট্যারিফ কাঠামোয় বেশ কিছু পরিবর্তন আনয়নের সুযোগ রহিয়াছে, যাহা প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হইবে।

৩.১.২ আমদানি পর্যায়ে আরোপিত এই সকল শুল্ক ও করসমূহের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর, অগ্রিম কর ও অগ্রিম আয়কর সমভাবে দেশীয় পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহের উপর আরোপ করা হয় বিধায় এই করসমূহ বাণিজ্য নিরপেক্ষ। গত কয়েক দশকে বিভিন্ন সময়ে রাজস্ব ক্ষতি রোধকল্পে ও স্থানীয় শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ার জন্য আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ও নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়। ফলশ্রুতিতে, বেশ কিছু খাতে উচ্চ হারে শুল্ক প্রতিরক্ষণ সৃষ্টি হয়, যাহা নিচের টেবিলে উপস্থাপিত হইয়াছে । ইহার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে স্থানীয় শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় পৌঁছানোর প্রয়াস ব্যাহত হয়।

টেবিল: ১৯৯১-৯২ অর্থ বৎসর হইতে বাংলাদেশের ট্যারিফ কাঠামোর বিবর্তন

অর্থ বৎসর	গড় আমদানি শুল্ক	গড় প্রতিরক্ষণ শুল্ক (CD+RD+SD+LF+ IDSC) (%)
১৯৯১-৯২	৭০.৬৪	৭৩.৫৮
১৯৯৬-৯৭	২৮.২৪	৩১.৬৫
২০০১-০২	২১.০২	২৯.৮৩
২০০৬-০৭	১৪.৮৭	২৪.০৪
২০১১-১২	১৪.৮৩	২৮.১৪
২০১৬-১৭	১৪.৬১	২৬.৯৭
২০২১-২২	১৪.৭৫	২৯.৪২
২০২২-২৩	১৫.০৯	৩০.৫৮

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও বাংলাদেশের অপারেটিভ ট্যারিফ সিডিউল হইতে প্রাক্কলিত

৩.১.৩ রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি অর্জন ও অভ্যন্তরীন শিল্প সম্প্রসারণে আমদানি পণ্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে দেশের শিল্প এমনকি কৃষিখাতও আমদানি পণ্যের উপর নির্ভরশীল। শতভাগ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প কারখানা সম্পূর্ণভাবে আমদানীকৃত কাঁচামালের উপর নির্ভরশীল। একই সাথে অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে বিপুল পরিমাণে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানি করিয়া থাকে, যাহা দেশের শিল্পায়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করিতেছে। আমদানির পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, দেশীয় ভোগের জন্য মোট আমদানির ৮৫ (পঁচাশি) শতাংশ মূলধনী যন্ত্রপাতি শিল্প ও কৃষি খাতে ব্যবহৃত কাঁচামাল। স্বাভাবিকভাবে আমদানি পর্যায়ে আরোপিত শুল্ক ও করসমূহ যৌক্তিকীকরণ টেকসই শিল্পোন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের প্রধান নিয়ামক।

৩.১.৪ পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বিগত বছরসমূহে সরকারের রাজস্ব আদায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাইলেও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিক হইতে সমপর্যায়ের দেশসমূহের কর-জিডিপি অনুপাত (Tax GDP Ratio) বাংলাদেশের তুলনায় অধিক, যেমন: ভিয়েতনামের কর-জিডিপি অনুপাত ১৩.৩১ শতাংশ (২০২০)[২]। এইক্ষেত্রে বাংলাদেশে এই অনুপাত মাত্র ৮.৪২ শতাংশ (২০২১)[৩]। বিপরীতে এই সকল দেশের আমদানি পর্যায়ে আরোপিত শুল্ক ও করের গড় হার এবং মোট রাজস্ব আয়ে আমদানি শুল্ক ও কর বাবদ আহরণকৃত রাজস্বের অংশ বাংলাদেশের তুলনায় অনেক কম। অর্থাৎ, সমপর্যায়ের অন্যান্য দেশের রাজস্ব আদায়ের মাধ্যম হিসাবে আমদানি শুল্কের ব্যবহার এবং নির্ভরতা বর্তমান সময়ে কোনো প্রচলিত চর্চা নয়।

৩.১.৫ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসাবে বাংলাদেশ সকল কৃষি পণ্য এবং কিছু অকৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হার বাউন্ড (Bound) করিয়াছে, যাহার সংখ্যা ৯৫৫। ইহার মধ্যে প্রায় ৮১৪ টি এইচ এস লাইনে নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক এবং ৩৪০ টি এইচ এস লাইনে সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রহিয়াছে। শুধুমাত্র আমদানির উপর আরোপিত এই সব শুল্ককে অন্যান্য শুল্ক ও চার্জ (Other Duties and Charges-ODC) হিসাবে বিবেচনা করা হইলে তাহা বাউন্ড ODC কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে।

৩.১.৬ World Customs Organisation কর্তৃক প্রস্তুতকৃত HS Nomenclature এর মূল উদ্দেশ্য আমদানি শুল্ক নির্ধারণ ও পরিসংখ্যান সংরক্ষণ। HS Nomenclature-এ এইচ এস ৪-ডিজিট লেভেলে মূলত একই জাতীয় পণ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এইচ এস ৪-ডিজিট লেভেলের বিভাজন মূলত একই জাতীয় পণ্যের অন্তর্ভুক্ত কোনো নির্দিষ্ট পণ্যের বাণিজ্য ব্যাপ্তি ও পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্যে করা হইয়া থাকে। বাংলাদেশে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামোয় একই জাতীয় পণ্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন শুল্ক হার থাকায় এবং ৮-ডিজিট লেভেলে অপ্রয়োজনীয় বিভাজনের কারণে আমদানীকৃত পণ্যের এইচ এস কোড নির্ধারণে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে আমদানি পণ্য খালাস বিলম্বিত এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইয়া থাকে।

৩.১.৭ বর্তমানে বাংলাদেশে বিশেষ বিবেচনায় ব্যবহারকারী-ভিত্তিক শুল্ক ও কর রেয়াত প্রদান করা হইয়া থাকে, যাহার সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্তমানে এইরূপ ব্যবহারকারী-ভিত্তিক শুল্ক রেয়াত সুবিধার সংখ্যা ১৫০ এর অধিক। ফলশ্রুতিতে, রেয়াতের আওতা বহির্ভুত আমদানির পরিমাণ শুল্ক ও কর রেয়াতপ্রাপ্ত আমদানির পরিমাণের চাইতে কম। ব্যবহারকারী-ভিত্তিক শুল্ক আরোপের মাধ্যমে একই পণ্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন আমদানিকারকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় শুল্ক ও কর আরোপের কারণে বাজার বিকৃতি (Market distortion) ঘটে। এইক্ষেত্রে মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (Small and Medium Enterprise) বৈষম্যের শিকার হয়, উৎপাদন শিল্প খাতে যাহার অবদান ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশেরও অধিক।

[২] World Development Indicator, World Bank

[৩] http://www.mof.gov.bd/site/view/budget_mof/Budget-in-Brief, 2023-24, Finance Division, Ministry of Finance

৩.১.৮ শুল্ক ও কর কাঠামোর মাধ্যমে দেশীয় শিল্পসমূহকে দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রতিরক্ষণ প্রদান করা হইলে অনেক সময় শিল্পসমূহ কর্তৃক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণে অনীহা দেখা দেয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বহুমুখী পণ্য উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও রপ্তানিতে উহার উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয় না। উক্ত কারণে সরকার কর্তৃক রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের নানাবিধ প্রচেষ্টা গ্রহণ স্বত্ত্বেও বহুমুখীকরণ হইতেছে না বলিয়া অর্থনীতিবিদগণের অভিমত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শুল্ক ও কর কাঠামো পুনঃবিন্যাসের মাধ্যমে দেশে উৎপাদিত পণ্যকে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে পৌঁছানো ও রপ্তানি বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩.১.৯ শুল্ক ও কর কাঠামো যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে দেশীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি পর্যায়ে শুল্ক আরোপের মাধ্যমে নূতন শিল্প স্থাপন উৎসাহিতকরণ ও শিশু শিল্পের (Infant Industry) সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণ একটি বহুল প্রচলিত চর্চা। Protective Duties Act, 1950 এ এই ধরনের সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণের বিধান রহিয়াছে। বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন (সংশোধন) আইন, ২০২০ এর আওতায় সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণ প্রদানের বিষয়টি কমিশনের কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখ্য যে, দেশীয় শিল্প বিকাশের স্বার্থে এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণ প্রদান করা বাঞ্ছনীয় হইবে।

৩.১.১০ সম্পূরক শুল্ক মূলত একটি অভ্যন্তরীণ কর, যাহা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর আওতায় আরোপ করা হয়। বাংলাদেশে প্রবর্তিত সম্পূরক শুল্কের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিলাস পণ্য, অত্যাবশ্যক নয় ও সামাজিকভাবে অনভিপ্রেত পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা এবং সেই কারণে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এ এইরূপ দেশীয় ও আমদানীকৃত পণ্যের উপর সমভাবে সম্পূরক শুল্ক আরোপ করিবার বিধান ছিল। প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু দেশীয় পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক হ্রাস বা মওকুফ করা হয়। পরবর্তীতে আইনের বিধান সংশোধনপূর্বক যে কোনো পণ্যের উপর আরোপ করিবার সুযোগ সৃষ্টিসহ ব্যাপক সংখ্যক পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক আরোপসহ দেশীয় পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক মওকুফ করা হয়। অভ্যন্তরীণ কর আইনের আওতায় দেশীয় ও আমদানিকৃত পণ্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন কর আরোপ GATT চুক্তির মূলনীতি 'ন্যাশনাল ট্রিটমেন্ট'-এর পরিপন্থি।

৩.১.১১ Customs Act, 1969 এর section 18 এ সরকারকে, প্রয়োজনবোধে, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। আইন অনুযায়ী এই শুল্ক সম্পূর্ণভাবে সাময়িক এবং ইহার স্থায়িত্ব অর্থবৎসরের শেষ পর্যন্ত। তবে, অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের শুল্ক অর্থবৎসরের শুরুতেই ধারাবাহিকভাবে আরোপ করা হইয়া থাকে এবং প্রতি অর্থবৎসরে বিপুল সংখ্যক পণ্যের উপর ৩ (তিন) শতাংশ হইতে ৩০ (ত্রিশ) শতাংশ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক আরোপ করা হইয়া থাকে। ফলশ্রুতিতে, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্কের সাময়িক প্রকৃতি ক্ষুণ্ন হইতেছে।

৩.১.১২ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার শুল্কায়ন সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুল্কায়ন না করিবার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে। উক্ত চুক্তি অনুযায়ী ২০০০ সনে শুল্কায়ন সম্পর্কিত একটি বিধিমালা জারি করা হয়। বিধিমালায় ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুল্কায়ন নিরুৎসাহিত করিবার বিধান থাকিলেও Customs Act, 1969 এর section 25 অনুযায়ী অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুল্কায়ন করা হয়। বাংলাদেশ ২০২৬ সালে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণ করিবে বিধায় ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণের ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে রহিত করিতে হইবে।

৩.১.১৩ ন্যূনতম আমদানি মূল্য নির্ধারণের মাধ্যমে শুল্কায়নের প্রধান উদ্দেশ্য হইল আন্ডারইনভয়েসিং-এর মাধ্যমে শুল্ক ফাঁকির প্রবণতা হ্রাস করা। শুল্ক ফাঁকির এই প্রবণতা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তির সহিত সংগতিপূর্ণ মিশ্র শুল্ক আরোপের মাধ্যমে রোধ করা যাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে কোনো পণ্যের উপর একই সাথে স্পেসিফিক ডিউটি এবং অ্যাডভ্যালোরেম ডিউটি আরোপ করা যায়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই ধরনের শুল্ক আরোপ করিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের উপর সিজনাল শুল্ক আরোপ করিয়া থাকে। যেহেতু অনেক কৃষি পণ্যের উৎপাদন মৌসুম-ভিত্তিক, সেইহেতু কৃষকদের স্বার্থ প্রতিরক্ষণের জন্য উৎপাদন মৌসুমে অন্যান্য মৌসুমের তুলনায় অধিক হারে শুল্ক আরোপ অনেক দেশেই একটি প্রচলিত পদ্ধতি। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এই ধরনের শুল্ক আরোপ করা হয়নি। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন মৌসুমে আমদানি ও দেশীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল, যাহা সিজনাল শুল্ক আরোপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

৩.১.১৪ আমদানি পর্যায়ে এই নীতিতে প্রস্তাবিত শুল্ক ও কর হ্রাসের কারণে দেশীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের হার হ্রাস পাইলেও বিদেশ হইতে ডাম্পিং ও রপ্তানিকারক দেশ কর্তৃক ভর্তুকি প্রদানের কারণে আমদানি বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিলে দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে এন্টি ডাম্পিং ও কাউন্টারভেইলিং শুল্ক আরোপ করা যাইবে। ইহা ছাড়া, কোন পণ্যের আকস্মিক আমদানি বৃদ্ধি রোধ করিবার জন্য সেইফগার্ড ডিউটি আরোপ করা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তির সহিত সংগতিপূর্ণ। Customs Act, 1969 এ এই ধরনের শুল্ক আরোপের বিধান রহিয়াছে এবং এতৎসংক্রান্ত বিধিমালাও জারি করা হইয়াছে। এতৎসংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণে দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করিয়াছে। দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই বিষয়ে অবহিত করা ও তথ্য উপাত্ত সহজলভ্য করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইলে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ প্রতিরক্ষণ দেওয়া সম্ভব।

৩.১.১৫ রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে রপ্তানির জন্য রপ্তানি পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্ক ও করভার বিলোপ অত্যাবশ্যক। এই কারণে দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য বন্ডেড ওয়্যারহাউজ ও শুল্ক প্রত্যার্পণ ব্যবস্থা বিদ্যমান। এই সকল ব্যবস্থা সকলের জন্য উন্মুক্ত, সহজতর ও স্বচ্ছ করা হইলে রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও সম্প্রসারণ করা সম্ভব হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

মেয়াদ, পরিধি ও সংজ্ঞা

৪.১ মেয়াদ ও পরিধি:

৪.১.১ আমদানি শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, রপ্তানি শুল্ক ও সরকার কর্তৃক আরোপিত অন্য কোনো কর বা শুল্ক, যাহা বাণিজ্য নিরপেক্ষ নয় এমন সকল শুল্ক ও কর এই পলিসির আওতাভুক্ত হইবে।

৪.১.২ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আরোপযোগ্য শুল্ক ও কর সংক্রান্ত সকল বিধি-বিধান এই পলিসির আওতাভুক্ত হইবে।

৪.১.৩ Customs Act, 1969 এর section 20 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বিশেষ বিবেচনায় ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে প্রদত্ত শুল্ক রেয়াত এবং আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে প্রদত্ত পরিষেবা মূল্য এই পলিসির আওতা বহির্ভূত থাকিবে।

৪.১.৪ এই পলিসি প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়, পর পর, হালনাগাদ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সময় অতিক্রান্ত হইবার পর নূতন ট্যারিফ পলিসি জারি না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ট্যারিফ পলিসির কার্যক্রম অব্যাহত থাকিবে।

৪.২ সংজ্ঞা:

৪.২.১ "**আমদানি**" অর্থ বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার অভ্যন্তরে কোনো পণ্য আনয়ন;

৪.২.২ "**আমদানি শুল্ক**" অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18 (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিদেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে আমদানির উপর আরোপিত শুল্ক;

৪.২.৩ "**অ্যাডভ্যালোরেম শুল্ক**" অর্থ আমদানীকৃত বা রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্যমানের উপর শতকরা হারে আরোপিত শুল্ক;

৪.২.৪ "**এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক**" অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18B-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমদানীকৃত পণ্যের উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক;

৪.২.৫ "**কমিশন**" অর্থ বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন;

৪.২.৬ "**কাউন্টারভেইলিং শুল্ক**" অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18A-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমদানীকৃত পণ্যের উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত কাউন্টারভেইলিং শুল্ক;

৪.২.৭ "**ট্যারিফ**" অর্থ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আরোপিত যে কোনো শুল্ক বা কর, যাহা বাণিজ্য নিরপেক্ষ নয়;

৪.২.৮ "**নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক**" অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18 (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিদেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশের অভ্যন্তরে আমদানির উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক;

৪.২.৯ "**প্রচ্ছন্ন রপ্তানি**" প্রচ্ছন্ন রপ্তানি অর্থে নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক সরবরাহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) বাংলাদেশের বাহিরে ভোগের জন্য অভিপ্রেত কোনো পণ্য বা সেবার উপকরণ নির্ধারিত পদ্ধতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে সরবরাহ;

(খ) কোনো আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ; এবং

(গ) স্থানীয় ঋণপত্রের বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য বা সেবার সরবরাহ;

৪.২.১০ "**বাণিজ্য নিরপেক্ষ কর**" অর্থ আমদানি পণ্যের উপর আরোপিত শুল্ক বা কর যাহা সমভাবে স্থানীয় উৎপাদনের উপর আরোপিত হয়;

৪.২.১১ "**বোর্ড**" অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;

৪.২.১২ "**মিশ্র শুল্ক**" অর্থ আমদানীকৃত বা রপ্তানীকৃত পণ্যের উপর যুগপৎভাবে আরোপিত অ্যাডভ্যালোরেম ও স্পেসিফিক শুল্ক;

৪.২.১৩ "**মূল্য সংযোজন কর**" অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে করযোগ্য আমদানি ও করযোগ্য সরবরাহের উপর আরোপিত মূল্য সংযোজন কর;

৪.২.১৪ "**রপ্তানি**" অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে কোনো পণ্যের সরবরাহ এবং প্রচ্ছন্ন রপ্তানি;

৪.২.১৫ "**রপ্তানি শুল্ক**" অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18 (1) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দেশে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানির উপর আরোপিত শুল্ক;

৪.২.১৬ "**শিশু শিল্প**" অর্থ সেই সকল স্থানীয় নবীন শিল্প, যাহা বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিবার সক্ষমতা অর্জন করেনি;

৪.২.১৭ "**শুল্ক রেয়াত**" অর্থ Customs Act, 1969 এর section 19 এর আওতায় প্রাপ্ত শুল্ক অব্যাহতি বা রেয়াত;

৪.২.১৮ "**সম্পূরক শুল্ক**" অর্থ মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৫৫-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমদানি, বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত পণ্য ও সেবা সরবরাহের উপর আরোপিত সম্পূরক শুল্ক;

৪.২.১৯ “**সেইফগার্ড শুল্ক**” অর্থ Customs Act, 1969 এর section 18E-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমদানীকৃত পণ্যের উপর সরকার কর্তৃক আরোপিত সেইফগার্ড শুল্ক;

৪.২.২০ “**সিজনাল ট্যারিফ**” অর্থ কৃষি পণ্যের উপর বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হারে আরোপিত শুল্ক, যাহার হার মৌসুমকালীন সময়ে সর্বোচ্চ; এবং

৪.২.২১ “**স্পেসিফিক শুল্ক**” অর্থ আমদানীকৃত বা রপ্তানীকৃত পণ্যের পরিমাণের উপর আরোপিত শুল্ক।

পঞ্চম অধ্যায়

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

৫.১ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসির উদ্দেশ্য:

বাণিজ্য উদারীকরণ ও ট্যারিফ কাঠামো যৌক্তিকীকরণের মাধ্যমে দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি, রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ, বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

৫.২ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসির লক্ষ্য:

৫.২.১ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন;

৫.২.২ স্বল্পোন্নত দেশ হইতে উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলাকরণ;

৫.২.৩ এন্টি-এক্সপোর্ট বায়াস (Anti-export bias) হ্রাসের মাধ্যমে রপ্তানি সম্প্রসারণ ও বহুমুখীকরণ;

৫.২.৪ ট্যারিফ কাঠামো যৌক্তিকীকরণ;

৫.২.৫ Predictable Tariff Regime নিশ্চিত করিবার মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ;

৫.২.৬ কর্মসংস্থান বৃদ্ধিকরণ;

৫.২.৭ বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক ভ্যালু চেইনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিকরণ;

৫.২.৮ অর্থনীতির উপর বহিঃঅভিঘাত (External Shock)-এর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলাকরণ; এবং

৫.২.৯ স্থানীয় বাজারে পণ্যের মূল্যে অসামঞ্জস্য হ্রাস করা এবং মাত্রাতিরিক্ত প্রতিরক্ষণের বোঝা কমাইয়া ভোক্তার কল্যাণ সাধন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাধারণ নীতিমালা

৬.১ শুল্ক নির্ধারণের সাধারণ নীতিমালা:

৬.১.১ আমদানি ও রপ্তানি পর্যায়ে আরোপিত ট্যারিফকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রবাহের নিয়ামক হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

৬.১.২ আমদানি পর্যায়ে আরোপিত শুল্ক ও কর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বাংলাদেশের অঙ্গীকারকৃত শুল্ক হারের (Bound Rate) সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিতে হইবে।

৬.১.৩ শুল্ক কাঠামো সহজীকরণের এবং অপ্রয়োজনীয় জটিলতা পরিহারের উদ্দেশ্যে সমজাতীয় পণ্যের শুল্ক ও কর হার যথাসম্ভব সমান রাখিবার মাধ্যমে শুল্ক ব্যবস্থায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়ন করিতে হইবে।

৬.১.৪ ভোক্তার কল্যাণ সাধনে আমদানি পর্যায়ে আরোপিত ট্যারিফ ধাপে ধাপে যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করিতে হইবে।

৬.১.৫ ব্যবহারকারী-ভিত্তিক (User-specific) শুল্ক রেয়াত পরিহার করিতে হইবে।

৬.১.৬ দেশীয় শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুল্ক প্রতিরক্ষণ হার ধাপে ধাপে হ্রাস করিতে হইবে।

৬.১.৭ Protective Duties Act, 1950 অনুযায়ী বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের গবেষণালব্ধ সুপারিশের ভিত্তিতে সম্ভাবনাময় শিল্পসমূহকে সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণ প্রদান করা হইবে।

৬.১.৮ নূতন পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প স্থাপন ও শিশু শিল্পের (Infant Industry) জন্য বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের গবেষণালব্ধ সুপারিশের ভিত্তিতে সময়াবদ্ধ প্রতিরক্ষণ প্রদান করা হইবে।

৬.১.৯ সম্পূরক শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন করকে 'বাণিজ্য নিরপেক্ষ কর'-এ পরিণত করিতে হইবে।

৬.১.১০ আমদানি পর্যায়ে মোট শুল্ক করের আপাতন হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করিতে হইবে।

৬.১.১১ নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক কেবল জরুরি পরিস্থিতিতে আরোপ করিতে হইবে।

৬.১.১২ প্রয়োজন সাপেক্ষে কোনো কোনো পণ্যের উপর মিশ্র শুল্ক (Mixed Duty) অথবা সিজনাল ট্যারিফ (Seasonal Tariff) আরোপ করিতে হইবে।

৬.১.১৩ আমদানির কারণে দেশীয় শিল্পের স্বার্থহানি ঘটিলে সংশ্লিষ্ট শিল্পের ক্ষতি লাঘবের উদ্দেশ্যে এন্টি-ডাম্পিং শুল্ক, কাউন্টারভেইলিং শুল্ক এবং সেইফগার্ড শুল্ক সংক্রান্ত বিধিমালার আওতায় শিল্পসমূহকে যথাযথ প্রতিরক্ষণ প্রদান করা হইবে।

৬.১.১৪ এমএসএমই (MSME) শিল্পের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৬.১.১৫ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সহিত সংগতি রাখিয়া ন্যূনতম আমদানি মূল্য (Minimum Import Value) ব্যবস্থা বিলুপ্ত করিতে হইবে।

৬.১.১৬ শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারকদের জন্য প্রদত্ত বন্ড সুবিধা ব্যবস্থাকে অধিকতর স্বচ্ছ ও সহজ করিতে হইবে।

৬.১.১৭ রপ্তানি বহুমুখীকরণের উদ্দেশ্যে রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ এর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৬.৮.২ এবং আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২৪ এর চতুর্থ অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ২০ (৮) (য) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় উভয় বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পসমূহকে শুধুমাত্র রপ্তানির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল আমদানির নিমিত্ত নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাঁচামাল বাবদ আরোপযোগ্য শুল্ক ও করের বিপরীতে শতভাগ ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে বন্ড সুবিধা প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে রপ্তানি মূল্যের সর্বাধিক ৭০ (সত্তর) শতাংশ পর্যন্ত কাঁচামাল আমদানির বন্ড সুবিধা প্রাপ্য হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে কোনো রপ্তানি পণ্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচমাল ৭০ (সত্তর) শতাংশের অধিক হইলে অতিরিক্ত অংশের জন্য প্রচলিত নীতি অনুযায়ী শুল্ক প্রত্যার্পণ (Duty Drawback) প্রাপ্য হইবে।

৬.১.১৮ দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাঁচামালের উপর প্রদত্ত সমুদয় শুল্ক ও কর ফেরত প্রদানের উদ্দেশ্যে রপ্তানির জন্য কার্যকর শুল্ক প্রত্যার্পণ (Duty Drawback) স্কিমকে স্বচ্ছ ও সহজতর করিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়

ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসির প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা

৭.১ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসির প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা:

৭.১.১ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়ন:

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনের সহায়তায় ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়ন করিবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পলিসি প্রণয়নের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে এই পলিসির ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিধৃত সাধারণ নীতিমালার আলোকে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ করিবার লক্ষ্যে একটি সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

৭.২ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি মনিটরিং ও রিভিউ কমিটি:

৭.২.১ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়ন পর্যালোচনাকল্পে নিম্নবর্ণিত একটি মনিটরিং ও রিভিউ কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

ক্রমিক নং	পদবি	কমিটিতে অবস্থান
১।	মাননীয় মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২।	সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩।	সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	সদস্য
৪।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭।	সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮।	সচিব, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৯।	সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	সদস্য
১০।	এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
১১।	সদস্য (কাস্টমস নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	সদস্য
১২।	চেয়ারপার্সন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন	সদস্য
১৩।	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিনিধি (অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা)	সদস্য
১৪।	বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি (অন্যূন নির্বাহী পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা)	সদস্য
১৫।	সভাপতি, এফবিসিসিআই	সদস্য
১৬।	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন	সদস্য-সচিব

৭.২.২ **কমিটির কার্যপরিধি:** কমিটি—

(ক) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি করিবে;

(খ) বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন কর্তৃক শিল্প প্রতিরক্ষণ সম্পর্কিত সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করিবে;

(গ) ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়নকল্পে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করিবে; এবং

(ঘ) ট্যারিফ পলিসি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণপূর্বক (Review and Monitoring) প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

৭.২.৩ প্রতি বৎসর অন্যূন দুইবার উক্ত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

৭.২.৪ কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

৭.৩ **শিল্প প্রতিরক্ষণ ব্যবস্থাপনা:**

৭.৩.১ শিল্প প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন প্রতি বৎসর বাজেট পরবর্তী সময় হইতে পরবর্তী অর্থ বৎসরের জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশন বরাবর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত প্রশ্নমালার আলোকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৬.১.৭ ও ৬.১.৮ নং অনুযায়ী প্রতিরক্ষণ প্রাপ্তির আবেদন করিতে পারিবে।

৭.৩.২ কমিশন সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসের মধ্যে সুপারিশ সংবলিত প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড পরবর্তী অর্থ বৎসরে বর্ণিত সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭.৩.৩ শিল্প প্রতিষ্ঠানের আবেদন ব্যতিরেকে কমিশন স্বপ্রণোদিত হইয়া বিভিন্ন শিল্প খাতের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করিতে পারিবে এবং উহা সুপারিশসহ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবে।

৭.৪ **মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:**

৭.৪.১ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্রেড এন্ড ট্যারিফ কমিশনসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা দপ্তর তাহাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৭.৫ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজন করিবার ক্ষমতা:

৭.৫.১ অনুচ্ছেদ ৪.১.৪ এ বিধান থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ প্রয়োজনে, উপযুক্ত কারণের পরিপ্রেক্ষিতে, সরকার যে কোনো সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর বা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট খাতের অংশীজনদের সহিত আলোচনার ভিত্তিতে এই পলিসিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন বা সংযোজন আনয়ন করিতে পারিবে।

৭.৫.২ ন্যাশনাল ট্যারিফ পলিসি, ২০২৩ এ উল্লেখ নাই, এমন কোনো বিষয়ে সংশয় বা প্রশ্ন দেখা দিলে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তপন কান্তি ঘোষ
সিনিয়র সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চাম্বুগং, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd